সমকাল

21 OCT 2016

# স্কুলের জমি রক্ষায়

ড. আবদুল্লাহ ইকবাল

ক্ষমতার জোর বা রাজনৈতিক ব্যক্তিদের কাছে সাধারণ মানুষ বা প্রতিষ্ঠান কত অসহায় তার এক বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ দখলের ঘটনায়। অবাক করার মতো বিষয় হলো, ক্ষমতাসীন দলের এক নেতার উপস্থিতির কারণে বিদ্যালয়টির শিক্ষকরা কোনো প্রতিবাদ বা মুখ খোলার সাহস পাননি! পরে শিক্ষকরা জেলা প্রশাসকের দ্বারস্থ হয়েও হতাশ! কারণ একজন সরকারি দলের নেতার সরাসরি সম্পৃক্ততায় বিদ্যালয়ের একমাত্র খেলার মাঠটি দখল হচ্ছে! এ কেমন ভূমিকা প্রশাসনের কর্তাব্যক্তির? তাহলে শিক্ষক বা ছাত্রীরা কোথায় বা কার কাছে যাবেন? তবে কি সত্যিই মাঠটি বেদখল হয়ে যাচ্ছে? এমন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মাঝেই শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয়ের সভাপতি জেলা প্রশাসকের কাছে দখল রোধে করণীয় নিয়ে আলোচনা করলেও জেলা প্রশাসক বিদ্যালয়ের মাঠটির দখল রুখতে সরাসরি বা গুরুত্ব দিয়ে কোনো পদক্ষেপ নেননি বা নিতে সাহস করেননি। তিনি জনপ্রতিনিধির সঙ্গে শিক্ষকদের আলোচনা করতে পরামর্শ দেন। কিন্তু শিক্ষকরা সে সাহস পাননি। এই সাহস না পাওয়াটাও অমূলক নয়।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের এই ক্ষোভ-দুঃখ-হতাশার মাঝেই সাহস করে এগিয়ে আসে ১৫ সাহসী ছাত্রী। তারা লিখিত আবেদন করে মেয়রের কাছে। আবেদনে শিক্ষার্থীরা উল্লেখ করে, তাদের একমাত্র খেলার স্থানটি জনৈক প্রতিবেশী সরকারি পুকুর ভরাট করে রাস্তা তৈরির পাশাপাশি বিদ্যালয়ের জমি দখলের পাঁয়তারা করছেন। এ দখল ক্রিয়া বন্ধ করতে তারা মেয়র মহোদয়কে অনুরোধ করে। তাদের এ উদ্যোগ ও সাহসিকতা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। তাদেরকে 'স্যালুট' জানাই গঠনমূলক প্রতিবাদ করার জন্য। আমি মনে করি, এই ১৫ শিক্ষার্থী এ যুগের মুক্তিযোদ্ধা! ওদের এমন প্রতিবাদী ও সাহসী পদক্ষেপই পারে দেশটাকে বদলে দিয়ে একটি শোষণ-বঞ্চনা-দুর্নীতিহীন সোনার বাংলা গড়তে। তাদের এই ১৫ জনের প্রতি সহমর্মিতা, সমবেদনা ও সমর্থন জানাতে চাই। নিন্দা জানাতে চাই রাজনৈতিক পরিচয়ে যেসব ব্যক্তি সুন্দর কোমলমতি মেয়েদের তথা স্কুলটির একমাত্র খেলার জায়গা 'দখল' করে নিতে চায়। পাশাপাশি জেলা প্রশাসকসহ প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মনে করিয়ে দিতে চাই– 'এই কি তাহলে আপনাদের দায়বদ্ধতা বা কর্তব্যপরায়ণতা?' এ ক্ষেত্রে কি স্কুলটির শিক্ষার্থীরা বা পটুয়াখালীর সাধারণ মানুষ আপনাদের যথাযথ হস্তক্ষেপ প্রত্যাশা করতে পারে না? নাকি এ ব্যক্তিটির অনৈতিক ও দখলদারি কার্যক্রমে প্রশাসন নৈতিক হস্তক্ষেপ করলে আপনার বা আপনাদের বিদায়ের সময় 'সামন্ত রাজা'সম বিদায় সংবর্ধনা পেতেন না (যেটি সম্প্রতি ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসকের বিদায় সংবর্ধনার বেলায় দেশবাসী উপভোগ করেছে!) হায়রে দেশের রাজনীতি, হায়রে প্রশাসক! এসব কি একটি গণতান্ত্রিক দেশে চলমান থাকবেই? আর আমরা অভাগার মতো শুধুই দীর্ঘশ্বাস ফেলে যাব?

ছাত্রীদের সাহসী প্রতিবাদের মুখে আপাতত দখল কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ থাকলেও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মাঝে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকেই যাচ্ছে। তাই সরকার, বিশেষ করে শিক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উচিত বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধি করা ও দখলদারি প্রতিরোধে যথাযথ ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া। যাতে ভবিষ্যতে কেউ যেন কোনো প্রকার রাজনৈতিক পরিচয় বা ক্ষমতার দাপটে এমন কাজ করার সাহস না দেখায়। যেসব ছাত্রী স্কুলের জায়গা দখলের প্রতিবাদে সামনে এসেছে, সাহসী ভূমিকা রেখেছে, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব প্রশাসনের ওপরেই বর্তায়। একই সঙ্গে প্রতিবাদ-সংশ্লিষ্ট কাউকেই যেন হয়রানি বা নির্যাতনের শিকার হতে না হয় সে জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে দরকার যথাযথ পদক্ষেপ। পাশাপাশি স্কুল কম্পাউন্ডে বহিরাগতদের অবাধ বিচরণ বন্ধ করতেও জরুরি উদ্যোগ নিতে হবে। শুধু পটুয়াখালীর এই বিদ্যালয়ই নয়; দেশের সব বিদ্যালয়ের খেলার মাঠসহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জমির নিরাপত্তা সরকারকেই দিতে হবে। আমরা চাই আইনের সঠিক প্রয়োগ হোক এবং আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান হিসেবে বিবেচিত হোক। সরকার তার প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে আরও বেশি আন্তরিক হোক। দায়িত্বে অবহেলা করলে প্রয়োজনীয় শাস্তির ব্যবস্থা করুক। একই সঙ্গে রাজনীতিবিদদের উপলব্ধিতে আসুক কোনটি করা উচিত, কোনটি অনুচিত। রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে আমরা সর্বদাই চাই জনকল্যাণমূলক আচরণ; হয়রানিমূলক নয়।

সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
ফুড টেকনোলজি ও গ্রামীণ শিল্প বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
iqbal21155@bau.edu.bd